খুৎবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

২৬ নভেম্বর ২০২১

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র দরবারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে যাঁরা কুরআন করীমের জ্ঞান রাখতেন, ছোট-বড় নির্বিশেষে তাদের সকলকে তিনি অধিক সম্মান করতেন। উওয়ায়নাহ্ বিন হাসান বিন হুযাইফা নিজ ভাতিজা হুরব বিন কায়েসের অনুরোধে হযরত উমর (রাঃ)'র দরবারে উপস্থিত হয়ে হযরত উমর (রাঃ)কে বলে, আপনি আমাদেরকে ন্যায্যভাবে সম্পদ বণ্টন করেন না। তিনি (রাঃ) একথা শুনে অপ্রসন্ন হয়ে কিছু বলতে যান, কিন্তু হুর আরো বলে যে, আল্লাহ্তায়ালা নিজ নবী (সাঃ)কে বলেছেন. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ. অর্থাৎ, **হে নবী! মার্জনার রীতি অবলম্বন কর, ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দাও ও অজ্ঞদের উপেক্ষা কর।** হযরত উমর (রাঃ) সেখানেই নিরব হয়ে যান, কেননা তিনি (রাঃ) আল্লাহ্র কিতাবের কথা শুনেমাত্রই নিরব হয়ে যেতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) এ বিষয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রাঃ) একজন দোষী অধকারীকে দণ্ডিত করার মানসে জল্লাদকে ডাকেন, وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ۔ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.তা একজন দশ বৎসরের বালক পরিস্থিতি দেখে চীৎকার করে ওঠে। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রাঃ)'র চেহারা মলিন হয়ে যায় অতঃপর তিনি চুপ হয়ে যান। হযরত উমর (রাঃ) প্রয়োজনে বালকদের কাছ থেকেও পরামর্শও গ্রহণ করতেন কারণ তিনি চাইতেন যে, শিশুরাও গভীরভাবে চিন্তা করতে শিখুক এবং তাদের মেধা-মনন প্রখর ও তীক্ষ্ণ হোক।

বায়তুল মালের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করার ক্ষেত্রেও হযরত উমর (রাঃ) অতীব সতর্ক থাকতেন। একবার হযরত উমর (রাঃ)কে কোন একজন একগ্লাস দুধ দেন। তিনি (রাঃ) সেই দুধ পান করার পরে জিজ্ঞাসা যে এই দুধ কোথা থেকে আনা হল। উত্তরে যখন বলা হয় যে, এটি যাকাতের উটের দুধ ছিল, তখন তিনি গলায় আঙুল দিয়ে তা বমি করে ফেলে দেন, কারণ যাকাতের উটের দুধ তাঁর প্রাপ্য নয়। একবার তাঁর কোন অসুস্থতার সময় তাঁকে মধু সেবনের পরামর্শ দেয়া হয়। তাঁর বাড়িতে মধু ছিল না, কিন্তু বায়তুল মালে মধু ছিল তিনি তা জনগণের অনুমতি ব্যতীত সেবন করেন নি। একবার গ্রীষ্মের ভর-দুপুরের প্রচণ্ড দাব-দাহে খরতাপের মাঝেই তিনি বায়তুল মালের উট, যা কিনা চরতে চরতে দূরে চলে গিয়েছিল, স্বয়ং নিজে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলেন যে, এর দায়িত্ব রাখা আমার কাজ এবং আমি তা স্বয়ং করব।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ, সম্মান তথা উচ্চস্তরীয় মর্যাদা সবকিছু দিয়েছেন তথাপি মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষা থেকে বিমুখ। সৈয়দ বিন মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন ইহুদীর সঙ্গে একজন মুসলমানের

ঝগড়ার পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু ইহুদী ব্যক্তিটি সঠিক ছিল সেহেতু হযরত উমর (রাঃ) ইহুদীর পক্ষে নির্ণয় দান করেন। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মিশরের এক ব্যক্তি দৌড়ে জয়ী হলে হযরত উমর বিন আস (রাঃ)'র পুত্র তাকে কোড়া মারে, সংবাদ পাওয়ার পরে হযরত উমর বিন আস (রাঃ) সেই মিশরী ব্যক্তির দ্বারা তাঁর পুত্রকে কোড়া মারা করান। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে-যদি আমি হযরত উমর (রাঃ)'র মাঝে বক্রতা দেখি তাহলে নিজ তলোয়ার দ্বারা তাঁকে সোজা করব। এ ঘটনায় হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক বলেন যে, এ উম্মতের মাঝে এমন ব্যক্তিও রয়েছে। ঘটনাক্রমে একবার হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই যে, আমার দোষত্রুটি আমাকে ধরিয়ে দেয়। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)'র একটা কথা জনগণের মাঝে শুনতে পাওয়া যায় যে, তিনি বলতেন-'আমার এটাই ভয় হয় যে! আমি ভূল করব, কিন্তু আমার প্রভাবে বা ভয়ের কারণে কেউ আমাকে সঠিকটা অবগত করাবে না।'

একদিন এক ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট আসে এবং জনগণের সামনেই বলে, হে উমর! আল্লাহ্কে ভয় কর। উপস্থিতদের মধ্যে কিছু লোক ঐ কথা শুনে ক্রোধান্বিত হয় ও সেই ব্যক্তিকে চুপ করাতে উদ্যত হলে, হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং সেই ব্যক্তিকে বলেন, তুমি যদি পরিষ্কার করে আমার ভূলটা না বল তাহলে তোমার ভাল হবে না, আর আমি যদি নিজের ভূলকে না সংশোধন করি তাহলে আমারও ভাল হবে না। অর্থাৎ কেবলমাত্র একথা বলেই থামবে না বরঞ্চ তুমি কি বলতে চাও তা নিশ্চিতভাবে বল।

হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের শিক্ষানুযায়ী ধর্মের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করাটা সমর্থন করতেন না। তিনি (রাঃ) আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের পর যুদ্ধবন্দিদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অথবা স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পরিষ্কারভাবে প্রদান করেন। তিনি (রাঃ) বলেন, যদি কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে, তাদের অধিকার তারা অন্যান্য মুসলমানদের মতই পাবে। অন্যথায় অর্থাৎ তারা যদি নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে নিয়ম মাফিক তাদের নিকট হতে জিজিয়া কর নেওয়া হবে। এর পর অনেকে মুসলমান হয়ে যায়। তিনি একজন শয্যাশায়ী বৃদ্ধা মহিলাকে ইসলামের নিমন্ত্রণ দেন তৎপশ্চাৎ সেই বৃদ্ধা মুসলমান হয়ে গেলে, তিনি তৌবা করেন এই ভেবে যে, এমন যেন না হয় যে, সে বাধ্যতামূলকভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এরকমভাবে তিনি আশেক নামক একজন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত উমর (রাঃ) তখন কুরআন করীমের আয়াত পড়েন, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ, ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বলপ্রয়োগ নেই। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে স্বাধীন করেও দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) জন্তু-জানোয়ারদের ওপরেও অতীব করুণা প্রদর্শন করতেন। একটি উটের পিঠে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন, আমার ভয় হয়, আল্লাহ্র নিকটে তোমার জন্য আমি আবার জিজ্ঞাসিত না হই! একবার একজন গোলাম পশুর পিঠে আরোহন করে চার মাইল দৌড়িয়ে মাছ ক্রয় করে নিয়ে আসে। তিনি (রাঃ) পশুর শরীরে ঘাম দেখে সেই মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। বলেন, আমার জন্য একটা পশুকে এত কষ্ট পেতে হয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, একবার একজন ইহুদী হযরত উমর (রাঃ)কে বলে যে, কুরআন করীমে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যদি সেই আয়াত আমাদের ধর্মগ্রন্থে নাযেল হত, তাহলে আমরা সেদিন ঈদ পালন করতাম। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, কোন আয়াত? ইহুদী বলে اليوم اكملت لكم دينكم উত্তরে তিনি (রাঃ) বলেন, সেই দিন তো আমাদের জন্য দুই ঈদের দিন। অর্থাৎ জুম'আর দিন এবং আরাফাতের দিন। এ আয়াত ঐদিন নাযেল হয়েছিল।

হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে উম্মতের বুযূর্গদের মন্তব্য হল, তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সবার মতামত গ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায় মানুষ যখন কোন বিষয়ে মতভেদ করত তখন তারা দেখত যে, এরূপ ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাঃ) কী করেছেন; কারণ তিনি পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। কাবিসা বিন জাবের বলতেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)'র সাথে থেকেছি; আমি তাঁর চাইতে কাউকে বেশি কুরআন পাঠকারী ও আল্লাহ্র

প্রেরিত ধর্ম অনুধাবনকারী দেখিনি। হযরত হাসান বসরী বলেন, তোমরা যদি কোন সভাকে সুরভিত করতে চাও তবে হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কিত বেশি বেশি আলোচনা কর। মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রাঃ)'র যুগে শয়তানদেরকে শিকলাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তাঁর শাহাদতের পর শয়তানরা পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলী মুহাম্মদ সা'লাবী লিখেছেন, খুলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে হযরত উমর (রাঃ) কাব্যের মাধ্যমে উপমা সবচেয়ে বেশি দিতেন। হযরত উমর (রাঃ) প্রেমের কবিতার মধ্যে মহিলাদের নাম নেওয়া বা তাদের সম্মান নষ্ট করার প্রথাকে কঠোর দণ্ডনীয় করে তাকে চিরতরে মিটিয়ে দেন। হযরত উমর (রাঃ)'র প্রশংসা বা তাঁ গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, কিছু কিছু ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মাঝে মাঝে আশা করা হয় যে, সেগুলো একইসাথে ঘটবে, কিন্তু তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। যেমন, মহানবী (সাঃ)এর পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। বলা হয় যে, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের চাবী তাঁর (সাঃ)এর হাতে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই মহানবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন। আঁ হযরত (সাঃ) না তো পারস্য বা রোমান সাম্রাজ্যের যুগ দেখেছেন আর না সে সাম্রাজ্যের চাবী। কিন্তু তা সংগতভাবেই হযরত উমর (রাঃ)'র মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। আসলে হযরত উমর (রাঃ)'র সত্ত্বা রূপকভাবে মহানবী (সাঃ)এরই সত্ত্বা ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আর একস্থানে বলেন, হযরত আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিআল্লাহু আনহুম প্রত্যেকেই ধর্মের প্রকৃত আমীন বা বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী ছিলেন। তিনি (আঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ)'র সমালোচকদের ভয়ংকর পরিণতির বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেন।

তিনি (আঃ) শিয়াদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আপত্তির খণ্ডন করেছেন। শিয়ারা বলে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) অথবা হযরত আলী মর্তুজার অধিকার হনন করেছেন, বা তাদের ওপর অত্যাচার করেছেন। ইনারা ন্যয়ের রাস্তা ত্যাগ করে অত্যাচারের রাস্তায় চলেছেন। এটি কীভাবে হতে পারে যে, সামান্য জাগতিক সম্পদের জন্য তাঁরা নবী-তনয়াকে কষ্ট দেবেন? তাঁরা দু'জনই এই উম্মতের সূর্য মহানবী (সাঃ)এর দৃষ্টিতে চন্দ্রসম ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই এমন স্থানে সমাহিত হয়েছেন, যেখানে সমাহিত হওয়ার জন্য হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-ও ঈর্ষান্বিত হতেন। এ মর্যাদা আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাতের বারগাহ্ থেকে অনাদি অনন্ত কালের জারীকৃত রহমত স্বরূপ। এ সম্মানের প্রাপ্তি কেবলমাত্র সেসব ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকে, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা সদৈব কৃপাশীল হয়। আর কেবলমাত্র সে-সমস্ত ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ফযলের চাদরে আশ্রয় দিয়ে থাকেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, আঁহযরত (সাঃ) এর পরে ইসলামের অগ্রযাত্রা বা যে সমস্ত উন্নতি তা কেবলমাত্র আসহাবে সালাসা বা প্রাথমিক তিন খেলাফতীয় যুগেই হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ)'র মাধ্যমে যা কিছু উন্নতি হয়েছে যদিও তা কম নয়, তথাপি বলতে হয় যে, সার্বিক সফলতার গাড়ী তো হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)'র প্রচেষ্টায় এবং তাঁর যুগেই চলতে শুরু করেছিল। সিদ্দিক (রাঃ) তো রাস্তা পরিস্কার করে তৈরী করে দিয়েছিলেন, অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সেই রাস্তাতেই বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ) লিখেন যে, একবার একজন বন্ধু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সমীপে নিবেদন পূর্বক বলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)'র চাইতে হযরত আলী (রাঃ) বেশী মর্যাদাসম্পন্ন এবং মহানবী (সাঃ) বেশি নিকটতম ভাবলে ভুল কোথায়? একথা শোনার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি (আঃ) বিচিত্রময় ব্যকুলতায় জর্জরিত হয়ে যান। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) একথার উত্তরে পূরো ছয় ঘণ্টা যাবৎ মহানবী (সাঃ)এর মর্যাদা এবং বিশেষতা বর্ণনা করেন। এবং বলেন যে, আমার জন্য এটা অতীব গর্বের বিষয় যে, আমি তাঁর

প্রশংসক এবং তাঁর পায়ের ধূলিকণা সদৃশ। যে সম্মান এবং মর্যাদা আল্লাহতায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দান করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কেউ লাভ করবেন না। অতএব এ দুনিয়া মহানবী (সাঃ) এর মত মহান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আর লাভও করবে না আর হযরত আবুবকর, উমরের মত মহান সেবকও আসবে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পরিশেষে বলেন যে, এই খুৎবার মাধ্যমে হযরত উমর (রাঃ)'র বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। আগামী খুৎবায় আল্লাহ্তায়ালা যদি তৌফিক দেন তো হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)'র বর্ণনা শুরু হবে ইনশাল্লাহ্।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

26 NOVEMBER 2021

Bangla Translation
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in